Vol. 37 | No. 3 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রসসংখ্যা ও রূপবৈচিত্র্য

Volume	37
Issue	3
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য
Published online	June 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i3.5
Pages	83-108
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ৩

Check for updates

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রসসংখ্যা ও রূপবৈচিত্র্য

দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রস। অনেকের মতে নন্দিকেশ্বর প্রথম রস নিয়ে আলোচনা করেন। আবার অনেকের মতে বাসুকি ও অন্যান্যের অনুসরণে ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* প্রথম রস নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভরতের মতে, রসই অর্থের প্রবর্তক- গুণ, রীতি, বৃত্তি, অলংকার পরিশেষে রসেই পর্যবসিত হয়।

রসের সংখ্যা নিয়েও সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল। মনে হয় যে প্রথমে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত- এই আটটি রসই স্বীকৃত ছিল। পরে তার সঙ্গে শান্ত রস যুক্ত হয়েছে। অনেকে আবার এর সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছেন প্রেয়, বাৎসল্য, মৃগয়া, অক্ষ প্রভৃতি রস।

সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় রস। একারণেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় *'কোহয়ং রসঃ?'* এই রস কি? সংস্কৃত রস্-ধাতু থেকে রস শব্দ নিষ্পন্ন। রস্‌ধাতুর অর্থ আস্বাদন করা। সুতরাং যা আস্বাদিত হয় তাই রস।[১] আলংকারিকদের ভাষায় সে রস হচ্ছে 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'। অভিনবগুপ্ত বলেন, "সহৃদয় লোকের[২], অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাদের দর্পণের মতো নির্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, এমন দরদী লোকের সুকাব্যজনিত চিত্তের অনুভূতিবিশেষের নামই রস।" এজন্যই অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, "কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয় - সহৃদয় কাব্যপাঠকের মন" [অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৩৮৭ : ২৫]

এই রসবাদের উৎপত্তি সর্বপ্রথম কিভাবে কার দ্বারা হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সর্বপ্রথম নন্দিকেশ্বর সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বেদীমূলে রসপ্রদীপ প্রজ্বলিত করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় নন্দিকেশ্বর-প্রণীত রসশাস্ত্রবিষয়ক কোনো গ্রন্থ আজও উপলব্ধ হয় নি। একারণে সকল আলংকারিকই ভরতমুনিকে রসশাস্ত্রের প্রবক্তারূপে নির্ণয় করেছেন। ভরত-প্রণীত *নাট্যশাস্ত্রে* সর্বপ্রথম রসের বিস্তৃত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। শারদাতনয়ের অভিমত অনুযায়ী বাসুকি এবং অন্যান্য কয়েকজন নাট্যতত্ত্ববিশারদের অনুসরণে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* রচিত হয়। *অভিনবভারতী* ভাষ্যে অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে যদিও নন্দিকেশ্বরের গ্রন্থ তিনি দেখেন নি, তথাপি কীর্তিধরের বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেই তিনি নন্দিকেশ্বরের মত প্রদর্শন করেছেন।

ভরতের মতে : "ন হি রসাদৃতে কশ্চিদপ্যর্থঃ প্রবর্ততে" [ভরত ১৯৫৬ : ১৩৬] -রস ব্যতীত কোনো অর্থই প্রবর্তিত হয় না। গুণ, রীতি, বৃত্তি, অলংকার পরিশেষে রসেই পর্যবসিত হয়।

এবার রস সংখ্যা সম্পর্কে সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। এ-বিষয়ে আলংকারিকেরা "কেহ বলে এক, কেহ বলে আর।"

ভরতাচার্য কয়টি রসের কথা বলেছেন এ নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। শারদাতনয়ের মতে ভরত নয়টি রস স্বীকার করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি বাসুকিকে অনুসরণ করেছেন। জগন্নাথের উক্তি থেকেও স্পষ্টই প্রতীত হয় যে ভরত নবরসের স্বীকৃতি দিয়েছেন। জগন্নাথ বলেন, *"রসানাং নবত্বগণনা চ মুনিবচন-নিয়ন্ত্রিতা ভজ্যতে, ইতি যথাশাস্ত্রমেব জ্যায়ঃ* [জগন্নাথ ১৯৮৩ : ৪৬]-রসসমূহ যে

নয়টি রূপে পরিগণিত হয় তা ভরতমুনির বাক্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই তা মান্য করা হয়; শাস্ত্রানুসারে এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

নাট্যশাস্ত্রের গাইকোয়াড় সংস্করণে অস্টবিধ রসের বর্ণনার পর নবম রসের আলোচনা উত্থাপিত হয়েছে। অভিনবগুপ্ত বলেন, "*অথ শান্তো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকো মোক্ষপ্রবর্তকঃ।*" তিনি আরও বলেন, "*তথা চ চিরন্তনপুস্তকেষু স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যাম ইত্যনন্তরং 'শান্তো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকঃ" ইত্যাদি শান্তলক্ষণং পঠ্যতে।* [ভরত ১৯৫৬ : ৩৪০। এ প্রসঙ্গে ভি, রাঘবনের মন্তব্য :

This remark makes it clear that the section on 'Santa Rasa is not exactly the end of chapter 6,as now found in the Gose edition, but the beginning of the section treating of all the Rasas, i.e.before the subsection on strngara. There is no doubt on this point, that the section on stanta opened the section on Rasas and appeared even before strngara, in some old manuscripts which Abhinavagupta consulted. For Abhinavagupta makes an additional score out of this priority of stanta in the treatment of Rasas. He says that it is because the sthayin of stanta is sthayin per excellence, being the Atman itself on which arise the comaratively less basic sthayins, Rati, etc. and because the relish in all Rasas, rasavada, is of the form of stanta, being alaukika, free from worldly links, stanta is the greatest Rasa and hence it is that it is dealt with at the very beginning. -[Raghavano ১৯৭৫ : ৭০]।

সাহিত্যরত্নাকর নামক গ্রন্থের প্রণেতা ধর্মসুরির মতানুসারে প্রাচীন লেখক কোহল বাসুকির মত শান্তরস স্বীকার করেছেন। কিন্তু যদি কোহল শান্তরস স্বীকার করতেন, তাহলে অভিনবগুপ্ত ও অন্যান্য শান্তরসপন্থীরা অবশ্যই তা উদ্ধৃত করতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। এ সম্পর্কে ভি. রাঘবন বলেন :

"If Kohala had accepted santa, Abhinavagupta and other champions of santa would have quated him. But it is also likely that a late work falsely ascribed to kohala speaks of Santa and Dharmasuri bases his statement on such a pseudo-Kohala work"- [Raghavak ১৯৭৫ : ১২]

ভরতের পূর্ববর্তী কালে দ্রুহিণ নামক একজন নাট্যতাত্ত্বিক রসের আটটি ভেদ স্বীকার করেছেন[৪] এবং তাঁকে অনুসরণ করে ভরতও আটটি রসই মেনে নিয়েছেন। এই আটটি রস হচ্ছে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।[৫] যদি ভরত উক্ত আট প্রকার রসের সঙ্গে শান্তরসের স্বীকৃতি দিতেন, তাহলে তিনি নয়টি রসেরই বর্ণ, দেবতা ও স্থায়িভাবের উল্লেখ করতেন; কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন আটটি রসের বর্ণ[৬], দেবতা[৭] ও স্থায়িভাবের।

উদ্ভটের *কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহে* নবম রসরূপে শান্তরসের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়—

> শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
> বীভৎসাদ্‌ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃস্মৃতাঃ।৪/৪

ভি. রাঘবন বলেন :

> Udbhata recognises śanta as can be seen from his Kavyalamkarasara-samgraha (N,4) , He is thus the first commentator on the NS and the first Alamkarika now known to have definitely begun to speak of Rasas as nine in numher. He may therefore have made the necessary alteration in the text of the Natyasastra as shown above and as pointed out by Abhinavagupta. [Raghavan ১৯৭৫ : ১৩]।

বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে নয়টি রসই স্বীকৃত। দণ্ডী *কাব্যাদর্শে* আটটি রসেরই উল্লেখ করেছেন-" *ইহ ত্বষ্টরসায়ত্তা রসবত্তা স্মৃতা গিরাম্।*" ২/২৯২ [দণ্ডী ১৯৭০]

বামনাচার্য রসসংখ্যার উল্লেখ করেন নি এবং সকল রসের নামও দেন নি। রুদ্রট উল্লিখিত নয়টি রসের সঙ্গে প্রেয়ান্ নামক আরেকটি রস সংযোগ করেছেন। আনন্দবর্ধন রসসংখ্যাসম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নি, তবে তিনি নয়টি রসেরই আলোচনা করেছেন। ধনঞ্জয় বলেছেন যে নাটকের রস আটটি, কেউ কেউ শান্তরসের কথাও বলেন, তবে নাটকে তা পুষ্টি লাভ করে না—

> শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য [ধনঞ্জয় ১৯৪১ : ৪/৩৫]।

ধনঞ্জয় নবরস ব্যতিরেকেও আরও দুটি রসের উল্লেখ করেছেন- মৃগয়া ও অক্ষ।[৮] কিন্তু এ দুটিকে কেন রস বলা হল সে বিষয়ে তিনি নীরব। *দশরূপকের*

টীকাকার ধনিকও শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করেন নি। রাঘবন শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন :

> Rasa refers no longer to a mental state only; these writers generalise it very much to mean any motif or any "idea" [Raghavak ১৯৭৫ : ১১৩]।

বিশ্বনাথ নয়টি রস স্বীকার করার পর বাৎসল্য নামক আরেকটি রস স্বীকার করেছেন। তিনি আটপ্রকার রসের স্বরূপ বর্ণনার পর বলছেন "*অথ মুনীন্দ্রসম্মতো* বৎসলঃ [বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ২৪২]। মুনীন্দ্র বলতে আমরা ভরতাচার্যকেই বুঝে থাকি। কিন্তু *নাট্যশাস্ত্রের* কোথাও বৎসলরস স্বীকৃত বা আলোচিত হয় নি। সুতরাং এখানে বিশ্বনাথ মুনীন্দ্র বলতে কাকে বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে *অভিনবভারতীভাষ্য থেকে* স্নেহ বা বাৎসল্য রস, লৌল্য রস, শ্রদ্ধারস ও ভক্তিরসের কথা জানা যায়। ভানুদত্ত কিন্তু বৎসল রসকে মেনে নেন নি। রূপগোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বৎসল রস পাঁচ প্রকার মুখ্য ভক্তিরসের একটি ভেদমাত্র। *ভাবপ্রকাশনে* কিন্তু নবম রস হিসেবে শান্তরসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে :

> রজস্তমোবিহীনাত্তু সত্ত্বাবস্থাৎ সচিত্ততঃ।
> মনাগস্পৃষ্টবাহ্যার্থাৎ শান্তো রস ইতীরিতঃ ।।
> [শারদাতনয় ১৯৬৮ : ৪৮]

সাগরনন্দী শান্তরস স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে নাট্যরস আটটি-হাস্য, শৃঙ্গার ,করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। অথবা রস চারটি; কারণ, হাস্য শৃঙ্গারের অনুগুণ, করুণ রৌদ্রকর্ম থেকে সঞ্জাত, বীরের কর্ম অদ্ভুত এবং বীভৎসের কর্ম ভয়ানক।[৯] মম্মটভট্ট শান্তরসকে স্বীকার করে নিয়েছেন--

> "শান্তোহপি নবমঃ রসঃ।"
> [সম্মটভট্ট ১৯৬৫ : ১১৭]।

হেমচন্দ্রের মতেও রস নয় প্রকার ঃ *শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকা বীভৎসাদ্ভুতশান্তা নব রসাঃ* [হেমচন্দ্র ১৯৬৯ : ৮১]।

ভানুদত্ত নাট্যে ভরতসম্মত আটটি রস স্বীকার করেছেন এবং নাট্যব্যতীত অন্যত্র স্বীকার করেছেন শান্ত নামক নবম রস "*নাট্যভিন্নে পরং নির্বেদস্থায়িভাবকঃ শান্তোহপি*

নবমো রসো ভবতি [ভানুদত্ত ১৯৭১:১৬৩]। এছাড়াও তিনি স্বীকার করেছেন মায়ারসকে [ভানুদত্ত ১৯৭১ : ১৬১]। বিদ্যারাম-প্রণীত *রসদীর্ঘিকা* এবং শ্রীকৃষ্ণ কবি প্রণীত *মন্দারমরন্দচম্পূ* গ্রন্থেও মায়ারস স্বীকৃত হয়েছে।

ভোজরাজ উদাত্ত ও উদ্ধত রস কল্পনা ও সমর্থন করেছেন। তিনি শৃঙ্গারপ্রকাশ গ্রন্থে বিশদরূপে এবং *সরস্বতীকণ্ঠাভরণে* সংক্ষিপ্ত রূপে শৃঙ্গাররসকে সর্বরসের মুল প্রকৃতি বলে বর্ণনা করেছেন। এই শৃঙ্গরারস নবরসের আদিরস নয়। এ হচ্ছে পুরুষের আদি অভিমান বা অহংকার। ভোজ বলেন, "*তচ্চ আত্মনোহ-হঙ্কারগুনবিশেষং ব্রূমঃ। স শৃঙ্গারঃ। সোহভিমানঃ, স রসঃ। তত এতে রত্যাদয়ো জায়ন্তে* [ভোজদেব ১৯৫৫ : ৩০]।

[তাকে আত্মার অহংকার নামক গুণবিশেষ বলছি। তাই শৃঙ্গার, তাই অভিমান , তাই রস। তা থেকে এই রতি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে।]

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র তাঁদের নাট্যদর্পণে গর্বস্থায়িভাব লৌল্যরসের সঙ্গে আর্দ্রতাস্থায়িভাব স্নেহরস, আসক্তি-স্থায়িভাব ব্যসনরস, অরতি স্থায়িভাব দুঃখরস এবং সন্তোষ-স্থায়িভাব সুখরস সমর্থন করেছেন। এসব রস ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৈষ্ণবগণের দাস্যরস। কোনো কোনো গ্রন্থে স্পৃহা-স্থায়িভাব কার্পণ্যরসও স্বীকৃত হয়েছে।

কবিকর্ণপূর নববিধ রসের সঙ্গে বাৎসল্যরস, প্রেমরসও স্বীকার করেছেন এবং প্রেমরসের উপরই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর মতে সকল রসই এই প্রেমরসের অন্তর্ভূত। তিনি বলেন :

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ন্যখন্ডরসত্বতঃ।
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ।।
[কবি কর্ণপুর ১৯৮১ : ৫/১২]

[সমুদ্রে তরঙ্গসমূহের ন্যায় অখণ্ড প্রেমরসে সকল রস, সকল ভাব একবার উঠ্ছে, একবার বিলীন হচ্ছে।]

ভবভূতির মতে করুণ রসই একমাত্র রস, অন্যান্য রস তারই পৃথক্ পৃথক্ রূপমাত্র :

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্
ভিন্নং পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।

আবর্ত-বুদ্‌বুদ-তরঙ্গময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব হি তৎসমগ্রম্।।
[ভবভূতি ১৮৫৭ : ৩/৪৭

[একই করুণ রস নিমিত্তভেদহেতু ভিন্ন হয়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, জল যে প্রকার আবর্ত, বুদ্‌বুদ ও তরঙ্গরূপ বিকারপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বস্তুত সমস্তই জল থাকে।]

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে আমরা সংস্কৃত অলকাংরশাস্ত্রে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত, প্রেয়ান্, শ্রেয়ান্, মৃগয়া, অক্ষ, উদাত্ত,উদ্ধত, বৎসল, মায়া, কার্পণ্য, লৌল্য, স্নেহ, ব্যসন, দুঃখ, সুখ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি বহুবিধ রসের উল্লেখ পাই।

দুই

রসসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনাশেষে এবার আমরা প্রধান প্রধান রসের রূপবৈচিত্র্যসম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব। সর্বপ্রকার রসের মধ্যে আদিরস হচ্ছে শৃঙ্গার। বৈষ্ণব আলংকারিকগণ আদর করে এই রসকে বলেন মধুর রস, কান্তা রস। শৃঙ্গার শব্দের ব্যুৎপত্তি হল শৃঙ্গ- $\sqrt{\text{ঋ+অ}}$। শৃঙ্গ শব্দের বহুবিধ অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হচ্ছে কাম আর ঋ-ধাতুর অর্থ গমন করা। সুতরাং কামের গমন বা আবির্ভাব হয় যাতে তারই নাম শৃঙ্গার।

ভরতাচার্যের মতে রতি নামক স্থায়িভাব থেকে এই রস উদ্ভূত এবং এই রস উজ্জ্বলবেষাত্মক। পৃথিবীতে যা কিছু শুভ্র, পবিত্র, সুদর্শন তা শৃঙ্গারের সঙ্গে উপমিত।[১০]

সাগরনন্দীর মতে, উত্তম প্রকৃতির পাত্র-পাত্রীর প্রাধান্য যাতে থাকে এবং নারী-পুরুষ যারি হেতু তাকে শৃঙ্গার রস বলা হয়। এর স্থায়ী ভাব রতি। বাপী, উৎকৃষ্ট গৃহ এবং উদ্যানে গমন ও ঈপ্‌সিত অঙ্গনা প্রভৃতি এই রসের বিভাব। ভ্রুক্ষেপ, নয়ন-চাতুর্য প্রভৃতি এর অনুভাব এবং ব্যাধি, স্তম্ভ, জড়তা, প্রবোধ, উম্মাদ , নিদ্রা, নির্বেদ, গ্লানি, চিন্তা, ঔৎসুক্য, অপস্মার,[১১] শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, বৈবর্ণ্য, অশ্রু প্রভৃতি এর ব্যভিচারিভাব।[১২]

বিশ্বনাথের অভিমত হচ্ছে, কামের হেতুস্বরূপ যে-রসের মূল প্রায়ই উত্তম প্রকৃতির হয়ে থাকে, সেই রসকেই বলা হয় শৃঙ্গাররস। বিবাহিতা এবং অনুরাগশূন্যা বেশ্যা ব্যতীত নায়িকাবৃন্দ, এবং দক্ষিণাদি নায়কবৃন্দ এর আলম্বন বিভাব; চন্দ্র, চন্দন,

ভ্রমরঝঙ্কার প্রভৃতি এর উদ্দীপন বিভাব; ভ্রুবিক্ষেপ, কটাক্ষ প্রভৃতি এর অনুভাব। উগ্রতা, মরণ, আলস্য, জুগুপ্সা ব্যতীত অবশিষ্ট ঊনত্রিশটি হচ্ছে ব্যভিচারী ভাব; স্থায়িভাব রতি, বর্ণ শ্যাম, দেবতা বিষ্ণু।[১৩]

ভরত ও সাগরনন্দীর মতে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গার রস দ্বিবিধ। ভরতাচার্যের মতে সম্ভোগ শৃঙ্গারের উদ্দীপন;বিভাব ঋতুবৈচিত্র্য, মাল্যধারণ, অনুলেপন, প্রিয়জনের অনুভব, কাহিনী-শ্রবণ ইত্যাদি; ভ্রূকুটি, অঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতি অনুভাব। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের উদ্দীপন বিভাব সম্ভোগ শৃঙ্গারের ন্যায় ঋতুবৈচিত্র্য প্রভৃতি; কিন্তু অনুভাব, রোদন, কৃশতা, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি।

ধনঞ্জয়ের মতে শৃঙ্গার রসের প্রধান ভাগ তিনটি- অনুযোগ, বিপ্রয়োগ ও সম্ভোগ। একধরণের চিন্তা থাকা সত্ত্বেও দেব বা পরতন্ত্রতার জন্য দুটি যুবক-যুবতীর বিপ্রকর্ষ দেখা দেয় অথচ তাদের অনুরাগ থাকে বর্তমান– এ অবস্থাকে অযোগ বলা হয়। অযোগের দশটি অবস্থা রয়েছে- অভিলাষ, চিন্তন, স্মৃতি,গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, জ্বর, জড়তা ও মরণ–

দশবস্থঃ স তত্রালুস্তাবদভিলাষোহথ চিন্তনম।
স্মৃতিগুণকথনোদ্বেগপ্রলাপোন্মাদসংজ্বরাঃ।
জড়তা মরণং চেতি দুরবস্থং যথোত্তরম্।।
[ধনঞ্জয় ১৯৪১ : ৪/৪৮]

অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠেছে এমন দুজন ব্যক্তি বিশ্লিষ্ট হলে বিপ্রয়োগ নামক শৃঙ্গার হয়। এই শৃঙ্গারের ভাগ দুটি-মান ও প্রবাস। উভয়ের প্রণয় সত্ত্বেও কোপে অবসিত হলে হয় মান। স্ত্রীলোকের ঈর্ষাজনিত মান থেকে তখনই কোপ উৎপন্ন হয়, যখন সে শোনে, অনুমান করে বা দেখে যে তার প্রিয় অন্য সঙ্গিনীদের অনুরক্ত। এর মধ্যে শ্রবণ ঘটে সখীমুখে। অনুমান ঘটতে পারে তিন ভাবে-স্বপ্নে কথিত উক্তি শুনে, সম্ভোগের চিহ্ন দেখে এবং অন্য স্ত্রী সম্বন্ধে আকস্মিক বাক্য শুনে।

মানভঙ্গের উপায় ছয়টি-সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তর। মধুর বাক্যপ্রয়োগে যে মানভঞ্জন তারই নাম সাম। নায়িকার সখীদের নিজেদের পক্ষে আনয়ন করার নাম ভেদ। কোনো ছলে অলংকার, বস্ত্র প্রভৃতি দানে মানভঞ্জনকে বলা হয় দান। প্রণয়িনীর প্রতি অবনত হওয়ার নাম নতি। এ পাঁচপ্রকারে কোনো ফল না হলে নায়িকার প্রতি যে অবজ্ঞা করা হয় তার নাম উপেক্ষা। মানভঞ্জনের ষষ্ঠ ও সর্বশেষ উপায় রসান্তর। *সাহিত্যদর্পণের* মতে ভয়, ত্রাস, হর্ষ ও অনিষ্ট প্রদর্শন প্রভৃতি থেকে যে মানভঞ্জনের উপায় হয়, তার নাম রসান্তর- "রভসত্রাসহর্ষাদেঃ কোপভ্রংশো রসান্তরম্ [বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/১৯২]।

কার্যোপলক্ষে, ভয়ে বা অভিশাপের ফলে উভয়ে অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা যদি দুটি ভিন্ন দেশে থাকতে বাধ্য হয়, তবে সে অবস্থাকে প্রবাস বলে। প্রবাসের লক্ষণ হল অশ্রু, নিঃশ্বাস, কৃশতা ও দীর্ঘ চুল রাখা। কার্যজ প্রবাস অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন প্রকারের হতে পারে। ভয়সঞ্জাত প্রবাস দেবতা ও মানুষের বিপ্লবে সহসা উৎপন্ন হয়। শাপের ফলে প্রিয়াসন্নিধানের স্বরূপ পরিবর্তন হলে হয় অভিশাপজ প্রবাস।

অনুকূল পরিস্থিতিতে নায়ক-নায়িকা উভয়েই বিলাসভরে পরস্পরকে দর্শন. স্পর্শন প্রভৃতি করলে তাকে সম্ভোগ শৃঙ্গার বলা হয়- অনুকূলৌ নিষেবেতে *যত্রান্যোন্যং বিলাসিনৌ। দর্শনস্পর্শনাদীনি স সম্ভোগ উদাহৃতঃ* [ধনঞ্জয় ১৯৪১ : ২/৬৩]।

নাট্যশাস্ত্র. নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে শৃঙ্গাররসকে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভভেদে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু ধনঞ্জয় শৃঙ্গাররসকে অযোগ, বিপ্রয়োগ ও সম্ভোগ ভেদে ভাগ করেছেন তিনভাগে। অবশ্য ধনঞ্জয়কথিত শৃঙ্গারের ভাগত্রয়ও মূলত দুটি শ্রেণীর বিস্তৃত বিন্যাসমাত্র। অযোগ ও বিপ্রয়োগ এদুটি ভাগকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারেরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

শৃঙ্গাররসের সর্বাধিক বিভাগ করেছেন বিশ্বনাথ। তিনি প্রথমে ভরত ও সাগরনন্দীর মত শৃঙ্গারকে ভাগ করেছেন দুটি ভাগে-বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ঃ যেখানে প্রবল রতি থাকা সত্ত্বেও নায়ক বা নায়িকা অভীষ্টকে পায় না, সেখানে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার হয়–

যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোহসৌ।
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/১৮৪]

এই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার পূর্বরাগ. মান. প্রবাস ও করুণাত্মক ভেদে পুনরায় চার ভাগে বিভক্ত।

পূর্বরাগ-পূর্বরাগ পরিভাষাটি বিশ্বনাথই সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব আলংকারিকগণ বিশ্বনাথকে অনুসরণ করেন সম্যকভাবে। এর লক্ষণ সম্পর্কে এরূপ বলা হয়–

দর্শন. শ্রবণ আদি সঙ্গমের পূর্বে।
দোহার রতি পূর্বরাগ কহে কবি সর্বে।।

বিশ্বনাথ এর লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এভাবে—

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোহপ্রাপ্তৌ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥
শ্রবণং তু ভবেত্তত্র দূতবন্দিসখীমুখাৎ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্।"
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ২১০]

[শ্রবণ বা দর্শনের ফলে পরস্পরের প্রতি উৎপন্নরাগ নায়ক-নায়িকাগণের পরস্পরকে না পেলে যে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে পূর্বরাগ বলে। এখানে দূতী, বন্দনাকারী ও সখীর মুখ থেকে হয় শ্রবণ: ইন্দ্রজালে, চিত্রে, প্রত্যক্ষে এবং স্বপ্নে হয় দর্শন।]

পূর্বরাগের দশা বা অবস্থা দশটি-অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু। ধনঞ্জয়ও অযোগের দশটি অবস্থার কথা বলেছেন। তবে ব্যাধি স্থলে তিনি বলেছেন জ্বর। অন্যান্য আলংকারিকগণ কর্তৃক উল্লিখিত দশবিধ অবস্থার সঙ্গে বিশ্বনাথের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য আছে।

পূর্বরাগের তিনটি বিভাগ-নীলী, কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটিই উৎকৃষ্টতম। যে হৃদয়গত প্রেম বাইরে নানা অনুভাব প্রকাশাদির দ্বারা অতিশোভা প্রাপ্ত হয় না এবং হৃদয় থেকেও দূরীভূত হয় না, তাকে বলা হয় নীলী রাগ। আবার যে প্রেম কোনো কারণবশত অপসৃত হয় এবং বাইরে শোভা প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় কুসুম্ভ রাগ। মঞ্জিষ্ঠা রাগ বলা হয় তাকে যা অপসৃত হয় না এবং বাইরে প্রচুর ভাব প্রকাশ দ্বারা অতিশয় শোভা প্রকাশ করে।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের দ্বিতীয় প্রকারভেদ মান। এই মান দ্বিধাবিভক্ত- প্রণয়জাত ও ঈর্ষাজাত।

প্রণয়জাত মান- "*দ্বয়োঃ প্রণয়মানঃ স্যাৎ প্রমোদে সুমহত্যপি। প্রেম্নঃ কুটিলগামিত্বাৎ কোপো যঃ কারণং বিনা* [বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/১৯০]

[প্রেমের গতি কুটিল বলে বিপুল আনন্দ থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে যে কোপের সৃষ্টি হয়, তারই নাম প্রণয়মান।]

ঈর্ষাজনিত মান- *পত্যুরন্যপ্রিয়াসঙ্গে দৃষ্টেহথোনুমিতে শ্রুতে। ঈর্ষামানো ভবেৎ স্ত্রীণাং ...*।'

[পতির অন্য প্রিয়ার প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট, অনুমিত বা শ্রুত হলে রমণীগণের ঈর্ষাজনিত মান হয়।]

ঈর্ষাজনিত মানের সংজ্ঞাটি পর্যালোচনা করে একে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়-দর্শনজনিত, অনুমানজনিত এবং শ্রবণজনিত ঈর্ষামান। অনুমানজনিত ঈর্ষামান আবার উৎস্বপ্নায়িত, ভোগাঙ্ক ও গোত্রস্খলনসম্ভূত।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের তৃতীয় শ্রেণীভেদ হচ্ছে প্রবাস। কার্য, শাপ ও ভীতিবশত দেশান্তরে গমন হচ্ছে প্রবাস। প্রবাসকালে দেহ ও বস্ত্রের মালিন্য, একবেণীযুক্ত শির, নিঃশ্বাস , উচ্ছ্বাস, রোদন, ভূমিতে পতন ইত্যাদি ঘটে। প্রবাসের এই সংজ্ঞা থেকে একেও তিনভাগে ভাগ করা যায়- কার্যজ প্রবাস, অভিশাপজ প্রবাসও ভীতিজ বা সম্ভ্রমজ প্রবাস। কার্যজ প্রবাস আবার ভাবী, ভবন্ ও ভূত-এই তিনভাগে বিভক্ত। যে-প্রবাস ভবিষ্যতে ঘটবে তাকে ভাবী, যে-প্রবাস অতীতে ঘটেছে তাকে ভূত এবং যে-প্রবাস বর্তমানে ঘটতে যাচ্ছে তা ভবন্ প্রবাস নামে পরিচিত।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চতুর্থ এবং সর্বশেষ ভেদ করুণ বিপ্রলম্ভ। এর লক্ষণসম্পর্কে বিশ্বানাথ বলেন :

যূনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে।
বিমনায়তে যদৈকস্তদা করুণবিপ্রলম্ভাখ্যঃ।।
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/১৯৬]

যুবক-যুবতীর অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার একজন পুনরায় জীবন লাভের সম্ভাবনা নিয়ে লোকান্তরিত হলে যখন একজন বিষাদগ্রস্ত হয়, তখন হয় করুণ বিপ্রলম্ভ নামক শৃঙ্গার রস। যেমন– বাণভট্টকৃত *কাদম্বরীতে* পুণ্ডরীকমহাশ্বেতাবৃত্তান্তে পুণ্ডরীকের মৃত্যুতে মহাশ্বেতার বিলাপ।

করুণবিপ্রলম্ভ ও করুণরসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। করুণরসের স্থায়িভাব শোক, কিন্তু করুণবিপ্রলম্ভ রসের স্থায়িভাব রতি—

শোকস্থায়িতয়া ভিন্নো বিপ্রলম্ভাদয়ং রসঃ।
বিপ্রলম্ভে রতিঃ স্থায়ী পুনঃ সংভোগহেতুকঃ ।।
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/২০৩]

বিপ্রলম্ভরসের বিশেষ তাৎপর্য বিদ্যমান। বিরহ ব্যতীত যেমন প্রেমের যথার্থ আনন্দ উপভোগ করা যায় না, দুঃখ ব্যতীত যেমন পাওয়া যায় না সুখের প্রকৃত আস্বাদ, তেমনি বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না। বস্ত্র প্রভৃতি রঞ্জিত হলেই রঙের শোভা বৃদ্ধি পায়—

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে॥
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ২২৬]

সম্ভোগশৃঙ্গার - "দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ।
যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগোহয়মুদাহৃতঃ॥"
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/১৯৭]

[বিলাসী- বিলাসিনী অর্থাৎ নায়ক- নায়িকা যখন দর্শন, স্পর্শ প্রভৃতিতে নিরত থাকে, তখন হয় সম্ভোগশৃঙ্গার ।]

এই শৃঙ্গারে থাকে ষড়-ঋতু, চন্দ্র-সূর্য, তাদের উদায়াস্ত, জলকেলি , বনবিহার, প্রভাত, যামিনী, মধুপান, অনুলেপন, ভূষণ প্রভৃতি এবং অন্য যা কিছু নির্মল ও পবিত্র। চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি বহু ভেদবশত সংখ্যানির্ণয়ে অক্ষমতা হেতু এর একটিমাত্র ভেদই স্বীকৃত হয়েছে। তবে সম্ভোগকালের ভিত্তিতে কোনো কোনো আলংকারিক একে ভাগ করেছেন চারভাগে-পূর্বরাগানন্তর সম্ভোগ, মানানন্তর সম্ভোগ, প্রসানান্তরসম্ভোগ এবং করুণবিপ্রলম্ভান্তর সম্ভোগ। পূর্বরাগের পরে যদি সম্ভোগ ক্রিয়ানিষ্পন্ন হয়; তাহলে হয় পূর্বরাগানন্তর সম্ভোগ, মানের পরে সম্ভোগ হলে হয় মানানন্তর; প্রবাসের পরে হলে প্রবাসানন্তর এবং করুণবিপ্রলম্ভের পরে সম্ভোগ হলে হয় করুণবিপ্রলম্ভান্তর সম্ভোগ।

রুদ্রট প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ ভেদে দুই প্রকার সম্ভোগের কথা বলেছেন। শিঙ্গভূপাল বলেছেন সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্নতর ও সমৃদ্ধিমান ভেদে চার প্রকার সম্ভোগের কথা এবং ভানুদত্ত *রসতরঙ্গিনী* গ্রন্থে দেশ, সময়, নায়িকা ও নায়কের অবস্থা ভেদে বহুবিধ সম্ভোগের কথা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু সম্ভোগ-শৃঙ্গারের এতরকম ভেদ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এর রূপ একটিই। একারণেই মম্মটভট্ট বলেছেন, "*তত্রাদ্যঃ স্পর্শাবাবলোকনালিঙ্গনাধরপান পরিরম্ভনাদ্যনন্তত্বাদপরিচ্ছেদ্য এক এব গণ্যতে।*" [মম্মটভট্ট ১৯৬৫ : ১৩৩]

হাস্যরস- ভরতাচার্যের মত হাস্যের স্থায়িভাব হাস। এই হাস্য বিকৃত বেশ, অলংকার, ধৃষ্টতা, লোভ, কুহক, অসৎপ্রলাপ, বিকলাঙ্গদর্শন, দোষখ্যাপন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ওষ্ঠদংশন, নাসিকা ও গণ্ডস্থলের কম্পন, নেত্রের বিস্তার ও আকুঞ্চন, ঘর্ম , মুখরাগ, পার্শ্বদেশে হস্তস্থাপন প্রভৃতি এর অনুভাব; আলস্য, অবহিত্থা (অবস্থা গোপন), তন্দ্রা, নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ, অসূয়া প্রভৃতি এর ব্যভিচারিভাব।[১৪]

ধনঞ্জয় ভরতাচার্যের অনুসরণে সংক্ষেপে হাস্যরসের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন নিজের বা অন্যের বিকৃত কাজ, কথা বা বেশ দ্বারা হাসভাব থেকে হাস্যরসের উদ্ভব

হয়। নিদ্রা, আলস্য, শ্রম, গ্লানি, মূর্ছা এগুলো হাস্যরসের ব্যভিচারিভাব।[১] এর বর্ণ ও দেবতাসম্পর্কে ধনঞ্জয় কিছু মন্তব্য করে নি। সাগরনন্দী অতি সংক্ষেপে এই রসের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন- অবহিত্থা, বিকৃত বেশভূষা, বিকৃত-আকৃতি, অসম্বন্ধ প্রলাপ এবং কুহক প্রভৃতি হাস্য রসের কারণ অর্থাৎ বিভাব। স্বপ্ন, আলস্য, অবহিত্থা (অবস্থার গোপন), তন্দ্রা প্রভৃতি এর ব্যভিচারী ভাব এবং স্থায়ী ভাব হাস। সাগরনন্দীও হাস্যরসের বর্ণ ও দেবতা সম্পর্কে নীরব রয়েছেন।

কিন্তু বিশ্বনাথ-নির্দেশিত হাস্যরসলক্ষণে রসের বিভাবাদি, সর্ববিধ উপকরণ এবং বর্ণ ও দেবতা উল্লিখিত হয়েছে; আকার, কথাবার্তা, বেশ ও কার্যাদির বিকৃতির দ্বারা জাত মনোবিভ্রম থেকে হাসস্থায়িযুক্ত হাস্যরসের উৎপত্তি হয়। এর বর্ণ শ্বেত, দেবতা প্রমথ। বিকৃত আকৃতি, কথাবার্তা ও অঙ্গভঙ্গিযুক্ত যে ব্যক্তিকে দেখে লোকে হাসে, সেই ব্যক্তি এখানে আলম্বন বিভাব এবং তার কার্যাবলী হচ্ছে উদ্দীপন বিভাব। অক্ষিসংকোচন, মুখের হাস্যভাব প্রভৃতি হচ্ছে অনুভাব এবং নিদ্রা, আলস্য, অবহিত্থা প্রভৃতি হচ্ছে ব্যভিচারিভাব।[১৬]

ভরত প্রথমত আত্মগত ও পরগতভেদে হাস্যরসকে দুভাগে ভাগ করেছেন। যখন কেউ নিজে হাসে তখন হাস্যরস হয় আত্মগত এবং যখন অপরকে হাসানো হয় তখন হাস্যরস হয় পরগত। প্রত্যেকটি হাস্যরস আবার জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও অধমপাত্রভেদে তিন প্রকার। উত্তম প্রকৃতির লোকের হাস্য হয় স্মিত ও হসিত, মধ্যম প্রকৃতির হয় বিহসিত ও উপহসিত এবং অধম প্রকৃতির হয় অপহসিত ও অতিহসিত—

> স্মিতহসিতে জ্যেষ্ঠানাং মধ্যানাং বিহসিতোপহসিতেচ।
> অধমানাপহসিতং হ্যতিহসিতং চাপি বিজ্ঞেয়ম্।।
> [ভরত ১৯৫৬ : ১৪৩]

এভাবে হাস্যরস ছয় প্রকার। ভরতের এই শ্রেণীভেদ স্বীকার করেছেন ধনঞ্জয়, সাগরনন্দী, হেমচন্দ্র, শারদাতনয়, শিঙ্গভূপাল, জগন্নাথ ও কৃষ্ণশর্মা। ভানুদত্ত *রসতরঙ্গিনী* গ্রন্থে মোট বার প্রকার হাস্য রসের কথা বলেছেন।

করুণ রস— ভরতাচার্য বলেন :

"অথ করুণো নাম শোকস্থায়িপ্রভবঃ। স চ শাপক্লেশবিনিপাতেষ্টজনবিপ্রয়োগ-বিভবনাশবধবন্ধবিদ্রবোপখাতব্যসনসংযোগাদিভি-র্বিভাবৈঃ সমুপজায়তে। তস্য চাশ্রুপাতনপরিদেবনমুখশোষণবৈবর্ন্যস্রস্তগাত্রতানিশ্বাসস্মৃতিবিলাপাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ

প্রযোক্তব্যঃ ।ব্যভিচারিণশ্চাস্যনির্বেদগ্লানিচিন্তৌৎসুক্যাবেগমোহশ্রমভয়বিষাদদৈন্যব্যাধিজড়তোন্মাদাপস্মারত্রাসালস্যমরণস্তম্ভবেপথুবৈবর্ণ্যাশ্রুস্বরভেদাদয়ঃ [ভরত ১৯৫৬ : ১৪৪-৪৫]

করুণ রসের স্থায়িভাব শোক। এই রস শাপ, ক্লেশ, বিনিপাত, ইষ্টজনের মৃত্যু, ধননাশ, বধ, বন্ধ, বিদ্রব, উপঘাত, ব্যসন, সংযোগ প্রভৃতি ভাব থেকে উৎপন্ন। স্মৃতি, বিলাপ প্রভৃতি এর অনুভাব। নির্বেদ, গ্লানি,চিন্তা, ঔৎসুক্য, আবেগ, মোহ, শ্রম, ভয়, বিষাদ, দীনতা, ব্যাধি, জড়তা, উন্মাদ, অপস্মার, ত্রাস, আলস্য, মরণ, স্তম্ভ, কম্পন, বিবর্ণতা, অশ্রু, স্বরভেদ প্রভৃতি এর ব্যভিচারিভাব।

সাগরনন্দীও করুণরসের অনুরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। ধনঞ্জয়প্রোক্ত লক্ষণ সংক্ষিপ্ত হলেও মুল বক্তব্য বিষয় ভরতের বক্তব্যবিষয়ের সঙ্গে অভিন্ন।

বিশ্বনাথ বলেন, " ইস্টনাশ ও অনিষ্টপ্রাপ্তির ফলে করুণ নামক রস হয়। এই রস কপোতবর্ণ এবং এর দেবতা যম। এর স্থায়িভাব শোক এবং শোচ্য বিষয় হচ্ছে আলম্বন বিভাব। শোকে দগ্ধীভূত হওয়া হচ্ছে উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব হচ্ছে দৈবনিন্দা, ভূমিতে পতন, ক্রন্দন প্রভৃতি। আর বিবর্ণতা, উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, স্তম্ভ, প্রলাপ, নির্বেদ, মোহ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতি,শ্রম, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবরূপে অবস্থান করে।[১৭]

রসতরঙ্গিনী গ্রন্থে ভানুদত্ত, *রসদীর্ঘিকা* গ্রন্থে বিদ্যারাম ও *মন্দারমরন্দচম্পূ* গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ কবি করুণরসকে স্বনিষ্ঠ ও পরনিষ্ঠ ভেদে দুইভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু *নাট্যশাস্ত্র* (গাইকোয়াড় সংস্করণ) মতে করুণ রস তিন প্রকার-ধর্মোপঘাতজ, অর্থাপচয়োদ্ভব ও শোককৃত।

রৌদ্ররস— রুদ্র শব্দের সঙ্গে অণ্ প্রত্যয় যোগ করে রৌদ্র শব্দ নিষ্পন্ন। রুদ্র শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি অর্থ প্রচণ্ড। সুতরাং প্রচণ্ডাত্মক রসই রৌদ্র রস। ভরতাচার্যের মতে রৌদ্ররসের স্থায়িভাব ক্রোধ। এর উদ্ভব হয় রাক্ষস, দানব ও উদ্ধত মানুষের মধ্যে। ক্রোধ, ধর্ষণ, তিরস্কার, অবমাননা, মিথ্যা কথা, কর্কশবাক্য, আঘাত, মাৎসর্য প্রভৃতি এর বিভাব। এতে প্রহার, ধ্বংস করা, পীড়ন, ছেদন, ভেদন, প্রতিপক্ষের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া , অস্ত্রাঘাত, সংপ্রহার, রক্তপাত প্রভৃতি ঘটে থাকে। রক্তচক্ষু, ভ্রুকুটি, আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ়সংকল্প, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপা, গাল কাঁপা, অঙ্গুলিনিষ্পেষণ প্রভৃতি এর অনুভাব। ব্যভিচারিভাব হল সম্মোহ, উৎসাহ, বেগ, অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা), চঞ্চলতা, উগ্রতা, ঘর্ম, কম্প, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ্ বাক্য প্রভৃতি।[১৮]

সাগরনন্দী, ধনঞ্জয়, হেমচন্দ্র, ভানুদত্ত, শ্রীকৃষ্ণ কবি প্রভৃতি সকলেই ভরতকে আদর্শ করে সংক্ষেপে রৌদ্ররসের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজও

রৌদ্ররসের লক্ষণ সম্পর্কে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। তবে ভরতাচার্য লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সংস্কৃত গদ্যে, পক্ষান্তরে বিশ্বনাথ নির্দেশ করেছেন সংস্কৃত পদ্যে। বিশ্বনাথ নির্দেশিত লক্ষণটি নিম্নরূপ :

রৌদ্রঃ ক্রোধস্থায়িভাবো রক্তো রুদ্রাধিদৈবতঃ।
আলম্বনমরিস্তত্র তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্।।
মুষ্টিপ্রহারপাতনবিকৃতচ্ছেদাবদারণৈশ্চৈব।
সংগ্রামসম্ভ্রমাদ্যৈরস্যোদ্দীপ্তির্ভবেৎ প্রৌঢ়া।।
ভ্রূবিভঙ্গৌষ্ঠনির্দেশবাহুস্ফোটনতর্জনাঃ।
আত্মাবদানকথনমায়ুধোৎক্ষেপণানি চ।।
অনুভাবাস্তথাক্ষেপক্রূরসন্দর্শনাদয়ঃ।
উগ্রতাবেগরোমাঞ্চ-স্বেদবেপথবো মদঃ।
মোহামর্ষাদয়স্তত্র ভাবাঃ স্যুর্ব্যভিচারিণ ঃ।
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/২০৪]

রৌদ্র রসের স্থায়িভাব ক্রোধ, বর্ণ রক্ত এবং দেবতা রুদ্র। শত্রু এখানে আলম্বন এবং তার চেষ্টা হচ্ছে উদ্দীপন। মুষ্টিপ্রহার, আক্রমণ, বিরুদ্ধাচরণ, ছেদন, বিদারণ, সংগ্রাম, সম্ভ্রম প্রভৃতির দ্বারা এর উদ্দীপ্তি গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ভ্রূকুটি, ওষ্ঠদংশন, বাহুস্ফোটন, তর্জন, স্বীয় কীর্তিকথন, অস্ত্রক্ষেপণ, আক্ষেপণ, ক্রূরদৃষ্টি প্রভৃতি এর অনুভাব এবং উগ্রতা, আবেগ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বেপথু, মদ, মোহ, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি হচ্ছে ব্যভিচারী ভাব।

নাট্যশাস্ত্রে (গাইকোয়াড় সংস্করণে) রৌদ্ররসের তিনটি বিভাগ প্রদর্শিত হয়েছে– আঙ্গিক, বেষাত্মক ও বচনাত্মক। কিন্তু অন্য কোনো রসবেত্তা এই বিভাগত্রয় স্বীকার করেন নি।

বীররস– ভরতাচার্যের মতানুসারে বীররস হয় উত্তম প্রকৃতির ও উৎসাহমূলক। এই রসের বিভাব হচ্ছে মোহ বা বুদ্ধিভ্রংশের অভাব, অধ্যবসায়, নীতি, বিনয়, বল, পরাক্রম, শক্তি, প্রতাপ, প্রভাব প্রভৃতি। স্থৈর্য, ধৈর্য, ত্যাগ, নৈপুণ্য প্রভৃতি অনুভাব এবং ধৃতি, মতি, গর্ব, বেগ, উগ্রতা, ক্রোধ, স্মৃতি, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সঞ্চারিভাব।[১৯]

ভরতোত্তরকালে সকল রসশাস্ত্রবিদই বীররসের লক্ষণ নির্দেশে ভরতাচার্যকেই অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁদের নির্দেশিত লক্ষণ ভরতের লক্ষণ অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত; কিন্তু বিশ্বনাথ নির্দেশিত লক্ষণটি সংক্ষিপ্ত নয়।

রুদ্রট, শিঙ্গভূপাল, ভানুদত্ত প্রভৃতি ভরতের অনুসরণে বীররসের তিনটি বিভাগ স্বীকার করেছেন– দানবীর, দয়াবীর ও যুদ্ধবীর। *সাহিত্যদর্পণে* এই ভাগত্রয়ের সঙ্গে

ধর্মবীরও যুক্ত হয়েছে। *রসগঙ্গাধরে* দানবীর প্রভৃতি চার প্রকারের সঙ্গে আরও চারটি বিভাগ যোগ করা হয়েছে- সত্যবীর, পাণ্ডিত্যবীর,ক্ষমাবীর ও বলবীর। *মহাভারতে* যজ্ঞশূর, দমশূর, সত্যশূর, যুদ্ধশূর, দানশূর, বুদ্ধিশূর, ক্ষমাশূর, সারল্যশূর, শমসূর প্রভৃতি বহুবিধ শূর বা বীরের উল্লেখ আছে ।[২০]

ভয়ানক রস- আচার্য ভরত ভয়ানক রসের স্বরূপ সম্পর্কে বলেন, ভয়ানক রসের স্থায়িভাব ভয়। তা উদ্ভূত হয় বিকৃতস্বর, দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত পিশাচাদি জীব দর্শন, শৃগাল বা পেঁচকের ভয়, উদ্বেগ, শূন্যগৃহ, অরণ্যপ্রবেশ,দুঃখের স্মৃতি, আত্মীয়ের বধ, বন্ধন, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা। হস্ত-পদের কম্প, নেত্রঘূর্ণন, রোমাঞ্চ, মুখের বিবর্ণতা প্রভৃতি এর অনুভাব। অবশ ভাব, ঘর্ম, গদ্‌গদবাক্য, রোমাঞ্চ, কম্প, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণতা, ভয়, মোহ, দীনতা, আবেগ, চপলতা, জড়তা, ত্রাস, মুর্চ্ছা, মরণ প্রভৃতি এর ব্যভিচারিভাব। [২১]

সাগরনন্দী, ধনঞ্জয়, শারদাতনয়, হেমচন্দ্র, ভানুদত্ত, শিঙ্গভূপাল প্রভৃতি সকলেই ভয়ানক রসের স্বরূপ সম্পর্কে একই মত ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্বনাথ বলেন :

ভয়ানকো ভয়স্থায়িভাবো ভূতাধিদৈবতঃ।
স্ত্রী-নীচপ্রকৃতিঃ কৃষ্ণো মতস্তত্ত্ববিশারদৈঃ।।
যস্মাদুৎপদ্যতে ভীতিস্তদত্রালম্বনং মতম্।
চেষ্টা ঘোরতরাস্তস্য ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ।।
অনুভাবোহত্র বৈবর্ণ্য-গদ্‌গদস্বরভাষণম্।
প্রলয়স্বেদরোমাঞ্চকম্পদিক্‌প্রেক্ষণাদয়ঃ।
জুগুপ্‌সাবেগসংমোহসংত্রাসগ্লানিদীনতা ।
শঙ্কাপস্মারসাম্ভ্রান্তিমৃত্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।।

এরসের স্থায়িভাব ভয়, দেবতা কৃতান্ত, আশ্রয় স্ত্রী ও নীচজাতি এবং বর্ণ কৃষ্ণ। যা থেকে ভয়ের উৎপত্তি হয় তা-ই এখানে আলম্বন বিভাব এবং তার ভয়ংকর চেষ্টাসমূহ হচ্ছে উদ্দীপন বিভাব; অনুভাব হচ্ছে বিবর্ণতা, গদ্‌গদ্‌স্বরে ভাষণ, নিশ্চেষ্টতা, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, নানা দিক্‌দর্শন প্রভৃতি; ব্যভিচারিসমূহ হচ্ছে জুগুপ্‌সা, আবেগ, সম্মোহ, সন্ত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার, সম্ভ্রান্তি,মৃত্যু ইত্যাদি।

নাট্যশাস্ত্রের মতে ভয়ানক রস ত্রিবিধ– ছলকৃত বা কৃত্রিম, অপরাধহেতুক এবং ভয়জনিত।[২২] *রসতরঙ্গিণী, রসদীর্ঘিকা ও মন্দারমরন্দচম্পূতে* ভয়ানক রস দ্বিধা বিভক্ত– স্বনিষ্ঠ ও পরনিষ্ঠ।

বীভৎস রস- আচার্য ভরতের মতে, বীভৎস রসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা। অহৃদ্য, অপ্রিয়, অপবিত্র ও অনিষ্টকর বিষয়ের শ্রবণ, দর্শন ও কীর্তন প্রভৃতি এই রসের বিভাব। সকল অঙ্গের সংহার, মুখ ও চক্ষুর সংকোচন, ঘর্ষণ, নিষ্ঠীবন, উদ্বেগ প্রভৃতি এর অনুভাব এবং অপস্মার, আবেগ, মোহ, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি হল এর ব্যাভিচারিভাব।[২৩]

সাগরনন্দী, ধনঞ্জয়, শারদাতনয়, শিঙ্গভূপাল, ভানুদত্ত, হেমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কবি প্রভৃতি সকলেই এই রসের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এই রসসম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজের বক্তব্যও[২৪] একই রূপ। *নাট্যশাস্ত্রের* মতে এই রসের বিভাগ তিনটি— ক্ষোভজ, শুদ্ধ ও উদ্বেগী। কিন্তু *রসতরঙ্গিনী*, *রসদীর্ঘিকা* ও *মন্দারমরন্দচম্পূর* মতে এই রস স্বনিষ্ঠ ও পরনিষ্ঠভেদে দ্বিবিধ।

অদ্ভুত রস-এই রসসম্পর্কে ভরতাচার্যের অভিমতঃ অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব বিস্ময়। দিব্যব্যাপার দর্শন, ঈপ্সিত দ্রব্যলাভ, উত্তম গৃহ ও দেবমন্দিরে গমন, সভানুষ্ঠান, বিমান-ভ্রমণ, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি এর বিভাব। চক্ষুর বিস্ফোরণ, অনিমেষ দৃষ্টি, রোমাঞ্চ, অশ্রু, ঘর্ম, হর্ষ, প্রশংসা, দান,হাহাকার, হস্ত, বাহু, মুখ ও চক্ষুর সঞ্চালন প্রভৃতি এর অনুভাব এবং ব্যাভিচারিভাব হল অশ্রু, অবশভাব, ঘর্ম, গদ্‌গদ, রোমাঞ্চ, আবেগ, ব্যস্ততা, জড়তা ও প্রলয়।[২৫]

ভরতের পরর্বতীকালে ধনঞ্জয় প্রভৃতি সকল রসশাস্ত্রজ্ঞই অদ্ভুত রসের অনুরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সংক্ষিপ্ত ভাবে। এখানে বিশ্বনাথ-নির্দেশিত লক্ষণটি উদ্ধৃত করা হল:

অদ্‌ভুতো বিস্ময়স্থায়িভাবো গন্ধর্বদৈবতঃ।
পীতবর্ণো বস্তু লোকাতিগমালম্বনং মতম্॥
গুণানাং তস্য মহিমা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ।
স্তম্ভঃ স্বেদোহথ রোমাঞ্চগদ্‌গদস্বরসম্ভ্রমাঃ।।
তথা নেত্রবিকাশাদ্যা আনুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব বিস্ময়, দেবতা-গন্ধর্ব এবং বর্ণ-পীত; অলৌকিক বস্তু এর আলম্বনবিভাব। অলৌকিক বস্তুর মহিমাকীর্তন এর উদ্দীপন বিভাব; স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ্‌স্বর, বেগ, নেত্রবিকাশ প্রভৃতি এর অনুভাব; বিতর্ক, আবেগ, জড়তা, হর্ষ প্রভৃতি এর ব্যাভিচারিভাব।

ভরতের মতে অদ্ভুতরস দুই প্রকার -দিব্য ও আনন্দোত্থ। দিব্যব্যাপার দর্শন থেকে হয় দিব্যদর্শনজ এবং আনন্দ থেকে হয় আনন্দোত্থ।[২৬] কিন্তু ভানুদত্ত,

বিদ্যারাম ও শ্রীকৃষ্ণ কবি এই রসকে স্বনিষ্ঠ ও পরনিষ্ঠ ভেদে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

শান্তরস- উদ্ভট সর্বপ্রথম নবম রস রূপে শান্তরসের উল্লেখ করলেও এসম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কিছু বলেন নি। সর্বপ্রথম বিশ্বানাথই এই রস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য :

শান্তঃ শমস্থায়িভাব উত্তমপ্রকৃতির্মতঃ।
কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ।।
অনিত্যাদিনাশেষবস্তুনিঃসারতা তু যা ।
পরমাত্মস্বরূপং বা তস্যালম্বনমিষ্যতে।।
পুণ্যাশ্রমহরিক্ষেত্রতীর্থরম্যবনাদয়ঃ।
মহাপুরুষসঙ্গাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ।।
রোমাঞ্চাদ্যাশ্চানুভাবাস্তথা স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
নির্বেদহর্ষস্মরমতিভূতদয়াদয়ঃ ।।
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/২১০]

শান্তরসের স্থায়িভাব শম ও প্রকৃতি উত্তম। এর বর্ণ কুন্দেন্দুসুন্দর এবং দেবতা শ্রীনারায়ণ । অনিত্যত্বাদিবশত অশেষ বস্তুর অসারত্ব অথবা যা পরমাত্মাস্বরূপ তা হচ্ছে আলম্বন বিভাব; পুণ্যাশ্রম, হরিক্ষেত্র, তীর্থ, রমণীয় বন, মহাপুরুষসংসর্গ প্রভৃতি এর উদ্দীপন বিভাব; রোমাঞ্চ প্রভৃতি অনুভাব এবং নির্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি, সর্বভূতে দয়া প্রভৃতি হচ্ছে ব্যভিচারিভাব।

সাহিত্যদর্পণকার মুনীন্দ্র কথিত বলে শান্ত রসের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর লক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন—

ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা, ন দ্বেষরাগৌ ন কাচিদিচ্ছা।
রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্বেষু ভাবেষু সমপ্রমাণঃ।।

[যেখানে কোনো দুঃখ নেই, সুখ নেই, চিন্তা নেই, দ্বেষ-রাগ নেই, নেই কোনো ইচ্ছা, সর্বভাবেই যেখানে সমজ্ঞান বিদ্যমান-মুনীন্দ্র কর্তৃক তাই শান্তরস রূপে কথিত হয়েছে।]

হেমচন্দ্র, ভানুদত্ত ও শ্রীকৃষ্ণ কবি শান্তরসের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ নির্দেশ করছেন। বিদ্যানাথ এবং কবিকর্ণপূর দুজনেই এরসের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু লক্ষণ নির্দেশ করেন নি। তবে কবিকর্ণপূর এরসের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।

বৎসলরস- বিশ্বনাথ কবিরাজই সর্বপ্রথম বৎসল রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন-

স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতা– স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্।।
উদ্দীপনানি তচ্চেষ্টা বিদ্যাশৌর্যদয়াদয়ঃ।
আলিঙ্গনাঙ্গসংস্পর্শশিরশ্চুম্বনমীক্ষণম্।।
পুলকানন্দবাষ্পাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
সঞ্চারিণোহনিষ্টশঙ্কাহর্ষগর্বাদয়ো মতাঃ।।
পদ্মগর্ভচ্ছবিবর্ণো দৈবতং লোকমাতরঃ।

বৎসল রস অতি চমৎকার; বাৎসল্য এর স্থায়িভাব; পুত্র, কন্যা প্রভৃতি এর আলম্বন বিভাব: পুত্রাদির চেষ্টা , বিদ্যা, শৌর্য, উন্নতি প্রভৃতি এর উদ্দীপন বিভাব; আলিঙ্গন, অঙ্গসংস্পর্শ, মস্তকচুম্বন, নিরীক্ষণ, পুলক, আনন্দাশ্রু এর অনুভাব; অনিষ্টাশঙ্কা, হর্ষ, গর্ব প্রভৃতি এর সঞ্চারিভাব; পদ্মকোষের কান্তির ন্যায় এর বর্ণ এবং লোকমাতৃগণ হলেন এর দেবতা।

বিশ্বনাথের পরবর্তী হলেও ভানুদত্ত বৎসল রস স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, "বাৎসল্য, ভক্তি, লৌল্য, কার্পণ্য প্রভৃতি রস নয়, এরা অন্যরসের ব্যভিচারিভাবমাত্র।"

আমরা লক্ষ্য করেছি যে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রসসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। সর্বপ্রথম আটটি রস নিয়ে শুরু হয়েছে রসশাস্ত্রের পথ-পরিক্রমা। ক্রমান্বয়ে একটি দুটি করে বৃদ্ধি পেতে পেতে সেই রসের সংখ্যা বেড়েছে অনেক গুণ। আলংকারিকগণ প্রধান প্রধান রস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, দেখিয়েছেন তাদের বহুবিধ বিভাগ ও উপবিভাগ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে করেছেন বিভিন্ন রসের বিচার বিশ্লেষণ। আবার কোন কোন রসের কেবল নামই উল্লিখিত হয়েছে; হয়নি কোন ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। কোথাও দেখেছি, একজন আলংকারিক যাকে রস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অন্যজন তাকে রস অভিধায় অভিহিত করতে জ্ঞাপন করেছেন অস্বীকৃতি।

টীকা

১। রস্যতে ইতি রস [বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ২৭]।

২। যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্‌বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়ীতন্ময়ভবন- যোগ্যতা হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।।[আনন্দ র্বন ১৯৩৫ : ১/১]

৩। "যৎ কীর্তিধরেণ নন্দিকেশ্বরতমত্রাগামিত্বেন দর্শিতং তদস্মাভিঃ সাক্ষান্ন দৃষ্টং তৎপ্রত্যয়াত্তু লিখ্যতে সংক্ষেপতঃ।"- অভিনবভারতী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০। [ভরত

৪। এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা। [দণ্ডী ১৯৭০ : ২/২৯২]।

৫। শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানাকাঃ।
বীভৎসাদ্‌ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।।[ভরত ১৯৮০ : ৬/১৫]

৬। শ্যামো ভবেত্তু শৃঙ্গারঃ সিতো হাস্যঃ প্রকীর্তিতঃ।
কপোতঃ করুণশ্চৈব রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ ।।
গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয় ঃ কৃষ্ণশ্চাপি ভয়ানকঃ।
নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈবাদ্ভুতঃ স্মৃতঃ।।[ভরত ১৯৮০ : ৬/৪২-৪৩]

৭। শৃঙ্গারো বিষ্ণুদৈবতো হাস্যঃ প্রথমদৈবতঃ।
রৌদ্রো রুদ্রাধিদেবশ্চ করুণো যমদৈবতঃ।।
বীভৎসস্য মহাকালঃ কালদেবো ভয়ানকঃ।
বীরো মহেন্দ্রদেবঃ স্যাদদ্‌ভুতো ব্রহ্মদৈবতঃ।। [ভরত ১৯৮০ :৬/৪৪-৪৫]

৮। প্রীতিভক্ত্যাদয়ো ভাবা মৃগয়াক্ষাদয়ো রসাঃ। [ধনঞ্জয় ১৯৪১ : ৪/৭৭]

৯। শৃঙ্গারানুগুণো হাস্যঃ করুণো রৌদ্রকর্মজঃ।
অদ্‌ভুতঃ কর্ম বীরস্য বীভৎসস্য ভয়ানকঃ।।[সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ২১৭]

১০। শৃঙ্গারো নাম রতস্থায়িপ্রভব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ। যথা-যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যং দর্শনীয়ং বা তচ্ছৃঙ্গারেণোপমীয়তে। [ভরত ১৯৮০ : ১৩৯]

১১। মনঃক্ষেপস্তবপস্মারো গ্রহাদ্যাবেশনাদিজঃ।
ভূপাতকম্পপ্রস্বেদফেনলালাদিকারকঃ ।।[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১২৮৬ :৩/১৫৩

১২। উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ঃ স স্ত্রীপুরুষহেতুকঃ।
" "

স্থায়িভাবো রতিশ্চাস্য শ্রুতং নেপথ্যমুজ্জ্বলম্।
বাপীবরগৃহোদ্যানগমনেষ্টাঙ্গনাদয়ঃ।।
" " " " " " " " " " " " " " " " "

তস্য লোচনচাতুর্য ভ্রূক্ষেপপ্রভৃতয়োঽভিনয়াঃ। " " " " " " " " " "

অস্মিন্ ব্যভিচারিণো ভাবাঃ -ব্যাধি-স্তম্ভ-জড়তা-প্রবোধোন্মাদ-নিদ্রা-নির্বেদ-গ্লানি-

চিন্তৌৎসুক্যাপস্মার-শঙ্কাসূয়াশ্রমবৈবর্ণ্যাশ্রুপ্রভৃতয়ঃ। [সাগরনন্দী ১৩৮৫ : ২১৭-২১৮]

১৩। শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রস শৃঙ্গার ইষ্যতে।।
পরোঢ়াং বর্জয়িত্বা তু বেশ্যাং চাননুরাগিনীম্।
আলম্বনং নায়িকা স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ।।
চন্দ্র-চন্দন- রোলম্বরুতাদ্যুদ্দীপনং মতম্।
ভ্রূবিক্ষেপকটাক্ষাদিরনুভাবঃ প্রকীর্তিতঃ।।
ত্যাক্তৌগ্র্যমরণগ্যলস্যজুগুপ্সাব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িভাবো রতিঃ শ্যামর্ণোহয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ।।
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/১৮৩]

১৪। হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্মকঃ। স চ বিকৃতবেষালঙ্কারধার্ষ্ট্যলৌল্যকুহকা-সৎপ্রলাপব্যঙ্গদর্শনদোষোদাহরণাদিভিবিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্যৌষ্ঠদংশননাসাকপোল-স্পন্দনদৃষ্টিব্যাকোশা কুঞ্চনস্বেদাস্যরাগপার্শ্বগ্রহণাদিভিরনুভাবৈ- রভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিণশ্চাস্য আলস্যাবহিত্থাতন্দ্রানিদ্রাস্বপ্নপ্রবোধা-সুয়াদয়ঃ।

১৫। বিকৃতাকৃতিবাগ্বেষৈরাত্মনোহপরস্য বা।
হাস্যং স্যাৎ পরিপোষঃ " " " " " " " " " " ।

১৬। বিকৃতাকারবাগ্বেশঃ চেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ ভবেৎ।
হাস্যো হাসস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ।।
বিকৃতাকারবাক্চেষ্টং যমালোক্য হসেজ্জনঃ।
তদত্রালম্বনং প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্।।
অনুভাবোহক্ষিসংকোচবদনস্মেরতাদয়ঃ।
নিদ্রালস্যাবহিত্থাদ্যা অত্র স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।।[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ :২২৭]

১৭। ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যো রসো ভবেৎ।
ধীরৈঃ কপোতবর্ণোহয়ং কথিতো যমদৈবতঃ।
শোকোহত্র স্থায়িভাবঃ স্যাচ্ছোল্যমালম্বনং মতম্।
তস্য দাহাদিকাবস্থা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ।।
অনুভাবা দৈবনিন্দা ভূপাতক্রন্দিতাদয়ঃ।
বৈবর্ণ্যোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসস্তম্ভপ্রলপলানি চ।।
নির্বেদমোহাপস্মার ব্যাধিগ্লানিস্মৃতিশ্রমাঃ।
বিষাদজড়তোন্মাদচিন্তাদ্যা ব্যভিচারিণ ঃ।।[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬:২০২]

১৮। রৌদ্রো নাম ক্রোধস্থায়িভাবাত্মকঃ রক্ষোদানবোদ্ধতমনুষ্যপ্রভবঃ। স চ ক্রোধাধর্ষণাধিক্ষেপাবমানাণৃতবচনবাক্পারুষ্যাভিদ্রোহমাৎসর্যাদিভির্বিভাবৈ- রৎপদ্যতে। তস্য চ তাড়নপাটনপীড়নছেদনভেদনপ্রহরণাহরণশস্ত্রসংপাত- সংপ্রহাররুধির- াকর্ষণাদ্যানি কর্মাণি। পুনশ্চ রক্তনয়নভ্রূকুটিকরণাবষ্টম্ভদন্তৌষ্ঠ পীড়নগন্ডস্ফুরণহ- স্তাগ্রনিষ্পেষাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ভাবাশ্চাস্য সম্মোহোৎ সাহবেগামর্ষচপ- লতৌগ্র্যস্বেদবেপথুরোমাঞ্চ গদ্‌গদাদয়ঃ। [ভরত ১৯৮০ : ১৪৫]।

১৯। বীরো নাম উত্তম প্রকৃতিরুৎসাহাত্মক ঃ। স চ অসংমোহাধ্যবসায়নবিনয়বল- পরাক্রমশক্তিপ্রতাপপ্রভাবাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য স্থৈর্যশৌর্যত্যাগ- বৈশারদ্যাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ সঞ্চারিভাবাশ্চাস্য ধৃতিমতিগর্ববে- গৌগ্রতামর্ষস্মৃতিরোমাঞ্চাদয়ঃ। না. শা. ১ম খন্ড. পৃঃ ১৪৭]।

২০। শূরা বহুবিধাঃ প্রোক্তাস্তেষামর্থাংস্তু মে শৃণু।
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , ,, ,, ,, ,

যজ্ঞশূরা দমে শূরাঃ সত্যশূরাস্তথা পরে।
যুদ্ধশূরাস্তথৈবোক্তা দানশূরাশ্চ মানবাঃ।।
বুদ্ধিশূরাস্তথৈবান্যে ক্ষমাশূরাস্তথা পরে।
আর্জবে চ তথা শূরাঃ শমে বর্তন্তি মানবাঃ।।
-মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৭৫/২২, ২৩,২৫

২১। ভয়ানকো নাম ভয়স্থায়িভাবাত্মকঃ। স চ বিকৃতরবসত্ত্বদর্শনশিবোলূকত্রা- সোদ্বেগশূন্যাগারারণ্যপ্রবেশস্মরণস্বজনবধবন্ধনদর্শনশ্রুতিকথাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য প্রবেপিতকরচরণনয়নচলনপুলকমুখবৈবর্ণ্যস্বরভেদাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিবিভাবাশ্চাস্যস্তম্ভস্বেদগদ্‌গদরোমাঞ্চবেপথুস্বরভেদবৈবর্ণ্যশঙ্কা- মোহদৈন্যাবেগচাপলজড়তাত্রাসাপস্মারমরণাদয়ঃ। [ভরত ১৯৮০ : ১৪৮]।

২২। ব্যাজাচ্চৈবাপরাধাচ্চ বিত্রাসিতকমেব চ।
পুনর্ভয়াকং চাপি বিদ্যাং ত্রিবিধমেব চ।। [ভরত ১৯৮০ : ৬/৮০]।

২৩। বীভৎসো নাম জুগুপ্সাস্থায়িভাবাত্মকঃ। স চাহৃদ্যাপ্রিয়াচোক্ষানিষ্টশ্রবণদর্শন- পরিকীর্তনাদিভির্বিভাবৈরৎপদ্যতে। তস্য সর্বাঙ্গসংহারমুখনেত্রবিকূণনোল্লেখননিষ্ঠী -বনবেজনাদিরনুভাবৈরবভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিভাবাশ্চাস্যাপস্মারাবেগমোহ- ব্যাধিমরণাদয়ঃ। [ভরত ১৯৮০ : ১৪৯]।

২৪ : জুগুপ্স্থা-স্থায়ি-ভাবস্তু বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ।
নীলবর্ণ্যো মহাকালদৈবতোহয়মুদাহৃত।।
দুর্গন্ধমাংসরুধিরমেদাংস্যালম্বনং মতম্।
তত্রৈব কৃমিপাতাদ্যমুদ্দীপনমুদাহৃতম্।।

নিষ্ঠীবনাস্যবলননেত্রসংকোচনাদয়ঃ।
অনুভাবাস্তত্র মতাস্তথা স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
মোহোহপস্মার আবেগো ব্যাধিশ্চ মরণাদয়ঃ।।
[বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৩৮৬ : ৩/২০৮]

২৫। অদ্ভুতো নাম বিস্ময়স্থায়িভাবাত্মকঃ। স চ দিব্যদর্শনেপ্সিতমনোরথাবাপ্ত্যুত্তম -ভবনদেবকুলাভিগমনসভাবিমানমায়েন্দ্রজালসাধনাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য নয়নবিস্তারনিমিষপ্রেক্ষণরোমাঞ্চাশ্রুস্বেদহর্ষসাধুবাদপ্রদানপ্রবন্ধহাহাকারকরবাহুবদনচে-লাঙ্গুলিভ্রমণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্য ঃ। ব্যভিচারিভাবাশ্চাস্য অশ্রুস্তম্ভস্বেদ -গদ্‌গদরোমাঞ্চাবেগসম্ভ্রমজড়তাপ্রলয়াদয়ঃ। [ভরত ১৯৮০ : ১৫০]।

২৬। দিব্যশ্চানন্দজশ্চৈব দ্বিধা খ্যাতোহদ্‌ভুতো রসঃ।
দিব্যদর্শনজো দিব্যো হর্ষাদানন্দজঃ স্মৃতঃ।। [ভরত ১৯৮০ :৬/৮২]।

গ্রন্থপঞ্জি

সংস্কৃতগ্রন্থ

আনন্দবর্ধন　ঃ　*ধ্বন্যালোকঃ*, সম্পাদক-দুর্গাপ্রসাদ এবং কাশীনাথ ১৯৩৫ পাণ্ডুরঙ্গপরব। নির্ণয় সাগর।

উদ্ভট　ঃ　*কাব্যলঙ্কারসারসংগ্রহঃ*, সম্পাদক-নারায়ণ দাশো ১৯৮২ বনহট্টি। পুনা।

কবি কর্ণপূর　ঃ　*অলঙ্কারকৌস্তুভঃ*, সম্পাদক-আর, এস, নাগর। দিল্লী। ১৯৮১

জগন্নাথ　ঃ　*রসগঙ্গাধরঃ*, সম্পাদক-ভট্টমথুরানাথ শাস্ত্রী, ১৯৮৩　নির্ণয়সাগর। (মোতীলার্ল ব্রনারসী দাস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত),

দণ্ডী　ঃ　*কাব্যাদর্শঃ*, সম্পাদক-রঙ্গাচার্য রড্‌ডী। ভাণ্ডারকর ১৯৭০ প্রাচ্যবিদ্যা মন্দির।

ধনঞ্জয়　ঃ　*দশরূপকম্*, সম্পাদক- কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। ১৯৪১ নির্ণয়সাগর।

বামন ঃ *কাব্যালঙ্কারসূত্রাণি,* সম্পাদক-বেচন ঝা। বারাণসী
১৯৭৬

বিদ্যানাথ ঃ প্রতাপরুদ্রীয়ম্, সম্পাদক- পণ্ডিত মধুসূদন শাস্ত্রী।
১৯৮১ বারাণসী।

বিদ্যারাম ঃ *রসদীর্ঘিকা,* সম্পাদক- গোপাল নারায়ণ বহুরা। ১৯৫৯
রাজস্থান।

বিশ্বনাথ কবিরাজ ঃ সাহিত্যদর্পণঃ, সম্পাদক- বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। ১৩৮৬
কলিকাতা।

বেদব্যাস ঃ *মহাভারতম্* / বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা।
১৩৮৩

ভবভূতি ঃ *উত্তররামচরিতম্*। কলিকাতা।
১৮৫৭

ভরত ঃ *নাট্যশাস্ত্রম্,* (নবপত্রপ্রকাশন), প্রথম খণ্ড।
১৯৮০ কলিকাতা।

ভরত ঃ *নাট্যশাস্ত্রম্* (গাইকোয়াড় সংস্করণ), প্রথম খণ্ড,
১৯৫৬ সম্পাদক-এম, আর, কবি। গাইকোয়াড়, বরোদা।

ভানুদত্ত ঃ *রসতরঙ্গিনী,* সম্পাদক- জীবনাথজী ওঝা। বোম্বে,
১৯৭১ সংবৎ।

ভোজদেব ঃ *শৃঙ্গারপ্রকাশঃ,* সম্পাদক- ডি, আর, জোশেয়ার, প্রথম
১৯৫৫ খণ্ড। মহীশুর।

ঃ *সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্,* সম্পাদক-জীবানন্দ বিদ্যাসাগর।
কলিকাতা।

মম্মটভট্ট ঃ *কাব্যপ্রকাশঃ,* সম্পাদক- রঘুনাথ দামোদর
১৯৬৫ কারমারকর। পুনা।

রাজশেখর ১৯১৬ ঃ *কাব্যমীমাংসা,* সম্পাদক-সি,ডি, দালাল ও আর, অনন্তকুমার শাস্ত্রী। বরোদা।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র ১৯২৯ ঃ *নাট্যদর্পণম্,* সম্পাদক-- জি, কে, গোন্দেকার ও লালচন্দ্র ভগবান দাস গান্ধী। বরোদা।

রুদ্রট ১৯৮৩ ঃ *কাব্যালঙ্কারঃ,* । মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী।

রূপগোস্বামী ১৩৪১ ঃ উজ্জ্বলনীলমণিঃ, সম্পাদক-নীলমণিদাস মহান্ত। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

শারদাতনয় ১৯৬৮ ঃ *ভাবপ্রকাশ,* সম্পাদক- যদুগিরি যতিরাজ স্বামী ও কে, এস. রামস্বামী শাস্ত্রী। বরোদা।

শিঙ্গভুপাল ১৯১৬ ঃ *রসার্ণবসুধাকরঃ.* সম্পাদক-টি. গণপতি শাস্ত্রী। ত্রিবান্দ্রাম।

শ্রীকৃষ্ণ কবি ১৯২৪ ঃ *মন্দারমরন্দচম্পূঃ,* সম্পাদক-পণ্ডিত কেদারনাথ ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পন্‌সীকার। নির্ণয়সাগর।

সাগরনন্দী ১৩৮৫ ঃ *নাটকলক্ষণরত্নকোশঃ,* সম্পাদক- সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা।

হেমচন্দ্র ১৯০১ ঃ *কাব্যানুশাসনম্* , সম্পাদক-পণ্ডিত শিবদত্ত, বোম্বে।

১৯৬৯ *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণম্,* সম্পাদক- ক্ষেমরাজ শ্রীকুমার দাসা। শ্রীবেঙ্কটেশ্বরমুদ্রণযন্ত্রণম্.

বাংলা গ্রন্থ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৩৮৭ ঃ *কাব্যজিজ্ঞাসা*। বিশ্বভারতী।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১৩৭৯ ঃ *কাব্যালোক* (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা।

নগেন্দ্র ঃ *রসসিদ্ধান্ত*, ইন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত । পাটনা ।
১৯৭০

হরিহর মিশ্র ঃ রস ও কাব্য । কলিকাতা ।
১৩৬৬

ইংরেজী পুস্তক

Raghavan, V. *The Number of Rasas*. Adyar,
১৯৭৫